৩২

দৈনিক জনকণ্ঠ

তারিখ DEC. 0 9 1999
পৃষ্ঠা ৪ কলাম ৪

ছাত্র-শিক্ষকদের মধ্যে অসন্তোষ

এডিবি প্রকল্পভুক্ত হওয়ায় ১৩২টি কলেজকে ডিগ্রী পর্যায়ে উন্নীত করা হচ্ছে না

ইলিয়াস খান

এশিয়ান ডেভেলপমেন্ট ব্যাংক (এডিবি) প্রকল্পের আওতাভুক্ত হওয়ায় দেশের ১৩২টি কলেজকে ডিগ্রী পর্যায়ে উন্নীত করার অনুমতি দেয়া হচ্ছে না। ইতোমধ্যে প্রকল্পের মেয়াদ শেষ হয়ে গেলেও শিক্ষা মন্ত্রণালয় ও জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় কলেজগুলোতে ডিগ্রী কোর্স চালুর অনুমতি না দেয়ার সিদ্ধান্তে অটল রয়েছে। এই নিয়ে সংশ্লিষ্ট কলেজগুলোর শিক্ষক, শিক্ষার্থী অভিভাবকদের মধ্যে তীব্র ক্ষোভ বিরাজ করছে।

জানা গেছে, ১৯৯৪ সালে এডিবি'র অর্থায়নে 'হায়ার সেকেন্ডারি এডুকেশন প্রজেক্ট' চালু করা হয়। কোন পূর্ব ঘোষণা ছাড়াই দেশের ১৩২টি ইন্টারমিডিয়েট কলেজকে এই প্রকল্পের আওতাভুক্ত করা হয়। প্রকল্প আওতাভুক্ত করে ফ্যাসিলিটিজ বিভাগ কর্তৃক ভবন নির্মাণ কার্যাদেশের পূর্বে একটি অঙ্গীকার নেয়া হয়। এতে লেখা ছিল 'অত্র - কলেজটি হায়ার সেকেন্ডারি এ্যাডুকেশন প্রকল্পের জন্য অন্তর্ভুক্ত হওয়ায় সরকারের 'পূর্বানুমতি ব্যতীত' অত্র কলেজটি ভবিষ্যতে ডিগ্রী পর্যায়ে উন্নীত করিব না'। কয়েকজন অধ্যক্ষ জানান, প্রকল্পভুক্ত করার সময় বিষয়টি তাদের জানানোই হয়নি। অধিকন্তু তথ্য প্রদানের ক্ষেত্রেও স্বচ্ছতা ছিল না। একজন অধ্যক্ষ বলেন, 'ইন্টারমিডিয়েট কলেজে ডিগ্রী খুলতে গেলে সরকারের পূর্বানুমতি লাগবে এটাই তো স্বাভাবিক, প্রচলিত রীতিরই কথা। এখানে তো একথা বলা হয়নি যে, এডিবি প্রকল্পভুক্ত হতে চাইলে ডিগ্রী কোর্স চালু করতে পারবে না। তাহলে ভেবে দেখতাম ডিগ্রী কোর্স চালু করব নাকি এডিবি প্রকল্পভুক্ত হব। আমাদের তো এ সুযোগ না দিয়ে প্রকল্পভুক্ত করে পূর্বানুমতির শর্ত যোগ করা হয়েছে। ডিগ্রী কোর্স চালু করতে প্রচলিত রীতি মোতাবেক যেহেতু কর্তৃপক্ষের পূর্বানুমতি নিতেই হয়; কাজেই এ শর্তটি তেমন কিছু নয় বলেই ধরে নিয়েছি।'

সূত্র জানায়, এডিবি'র এ প্রকল্পটি বর্তমানে চালু নেই, চলতি বছরের জুন মাসে প্রকল্পের কাজ শেষ হয়ে গেছে। কিন্তু এখনও ডিগ্রী কোর্স চালুর অনুমতি দেয়া হচ্ছে না। অথচ অনেক এলাকায় প্রকল্পভুক্ত কলেজের পরে প্রতিষ্ঠিত কলেজেও স্নাতক কিংবা স্নাতকোত্তর কোর্স চালু করা হয়েছে। এর ফলে বিভিন্ন এলাকায় নানা সমস্যাও দেখা দিয়েছে। যেমন গ্রামের অনেক পরিবারই সন্তানদের ইন্টারমিডিয়েট ও ডিগ্রী একই কলেজে পড়াতে চান। এতে খরচ কম হওয়াসহ নানা সুবিধা রয়েছে। এক্ষেত্রে ছাত্ররা নিজের এলাকার ইন্টারমিডিয়েট কলেজে ভর্তি না হয়ে দূরের কোন ডিগ্রী কলেজে গিয়ে ভর্তি হচ্ছে। ফলে এই কলেজগুলো বর্তমানে ছাত্র সঙ্কটে ভুগছে। এ বিষয়ে জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের একজন কর্মকর্তার সঙ্গে আলোচনা করলে তিনি বলেন, কোন কলেজের ডিগ্রী খোলার যোগ্যতা রয়েছে কিনা তা আমরা আগে পরীক্ষা করি। তার পরই চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেয়া হয়।